দৈনিক খবর

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 AUG 1988
পৃষ্ঠা ৪

022

রমনা রেলওয়ে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের অনশন অব্যাহত

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তাদের আমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছেন। স্কুলের জন্য স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ না করে ওসমানী উদ্যান থেকে উচ্ছেদ ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন বিপন্ন করার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার থেকে তারা এ

৭-এর পাতায় দেখুন

রমনা রেলওয়ে স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনশনশুরুকরেন।

স্কুলের ১৪ জন শিক্ষকসহ ১৫ জন ছাত্র আমরণ অনশনে অংশ নিচ্ছে। বাকী ছাত্র-ছাত্রীরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতীক অনশন পালন করেছে। গতকাল বুধবার অনশন চলাকালীন সময়ে ২ জন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ২ জন শিক্ষকের অবস্থাও আশংকাজনক। দাবী না মানা পর্যন্ত এ অনশন অব্যাহত থাকবে।

এদিকে অনশনের সমর্থনে আওয়ামী লীগসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অনশনকারীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, তোফায়েল আহমেদ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে রমনা রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয় গৃহ উচ্ছেদের সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে অনশনরত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের দেখতে যান এবং তাদের ন্যায়সংগত দাবীর সাথে একাত্মতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করে বছরের এই সময় শত শত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংস করার সরকারী সিদ্ধান্তে তাঁরা গভীর বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান ব্যতিরেকে স্কুল গৃহ উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানান। তাঁরা মত প্রকাশ করে বলেন, স্কুল গৃহ উচ্ছেদের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সরকারের স্বৈরাচারী চরিত্র ও গণবিচ্ছিন্নতাফুটেউঠেছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াহাব মিয়া রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আমরণ অনশনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে অনেকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তখন ওসমানী মিলনায়তনের পাশে বেমানান হিসেবে রমনা রেলওয়ে বিদ্যালয় বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও গণবিরোধী।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক হেনাদাস এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিদ্যালয়টির উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বিএনপি (ও) চেয়ারম্যান কে এম ওবায়দুর রহমান জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনশনকারীদের সাথে মিলিত হয়ে বলেছেন, স্কুল উচ্ছেদের ঘটনাটি অত্যন্ত অমানবিক ও দুঃখজনক। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্কুলটি স্থানান্তর না করার দাবী জানান।

এ ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির-উদ দুজা, জাতীয় ছাত্রলীগ মহানগর শাখার সভাপতি মোঃ শাহজালাল ও সাধারণ সম্পাদক আশেক খান, ছাত্র ফেডারেশন মহানগর শাখার সভাপতি উদয় পাল ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রহমান পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অনশনরত রমনা রেলওয়ে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণকরেছেন।